ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1153-1158
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.116

সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পভাঁড়ার: প্রেক্ষিত ব্যক্তি পরিসর থেকে সমাজ জীবন

সুস্মিতা ব্যানার্জী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত*

Received: 12.05.2025; Accepted:14 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

A prominent contemplative storyteller of Northeast India is Soumitra Vaishya. He has continuously enriched the literature of this region by writing stories-poems-essays. His unique style of story writing and word weaving style easily set him apart from others. The plot of the story is created from the interrelationship between individual and the society. Most of the characters in storyteller Soumitra Vaishya's stories have created a mysterious atmosphere in the oscillation of reality and imagination of the middle-class mind. Moreover, his story shows the continuous changing form of human life and mind in the socio-economic and political cycle of social life in view of the reality of the country. Moreover, the people living in this region have different real problems, natural and unnatural, one is the struggle of uprooting, two is the flood problem. Naturally, this crisis of ethnicity touches the story of this storyteller. In our article, we will try to reach a clear opinion about the content and narrative techniques of the storyteller Soumitra Vaishya through an analytical discussion of some selected stories.

Keywords: Social life, Individual, Middle-class mind, Socio-economic, Story style

উত্তর-পূর্ব ভারতের একজন বিশিষ্ট মনন প্রধান গল্পকার তথা ‘প্রতিস্রোত’ এবং ‘খ’ পত্রিকার একজন শক্তিশালী লেখক হলেন সৌমিত্র বৈশ্য। তিনি একাধারে গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ লিখে এ অঞ্চলের সাহিত্যকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করছেন। তবে গল্প লেখার তার স্বতন্ত্র ধারা এবং শব্দের বুনন শৈলী তাকে সহজেই অন্যদের থেকে আলাদা করে নেয়। গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্য ১৯৬২ সালে শিলচর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনা করেছেন বদরপুর এবং শিলচর শহরে। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক বিভাগে তিনি কর্মরতা ছিলেন। লেখালেখি করেছেন দীর্ঘদিন থেকে তবে তিনি, নিতান্তই প্রচার বিমুখ লেখক। তাঁর প্রকাশিত দুটি গ্রন্থ হল পলাতক ও অন্যান্য গল্প। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে মানুষের প্রতিনিয়ত মুখোশ পাল্টানোয় সামাজিক সকল নৈতিকতার স্খলনের কথাই ঘুরেফিরে এসেছে তাঁর গল্পে। আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে নির্বাচিত কিছু গল্পের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার মাধ্যমে গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পের বিষয়বোধ ও লেখার বয়ান কৌশল সম্পর্কে এক স্বচ্ছ অভিমতে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

দেশকালীন বাস্তবে মধ্যবিত্ত মনের বাস্তব এবং কল্পনার দ্বিধাদ্বন্দ্বময় ব্যক্তি চরিত্ররাই তার গল্পের মূল বিষয়। মধ্যবিত্ত বিশ্লেষণী মন বারবার জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণে জীবনকে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে মেলাতে পারে না আর তখনই অদ্ভুত তন্ময়তার ঘোরে আচ্ছন্ন হয় তার গল্পের ঘনঘটা। এক অতি লৌকিক ও বাস্তবের মিশ্রিত আবহে তৈরি রত্নাকরের ভোটার গল্পটিও। সময়ের ঘূর্ণিমান আবর্তে মূল্যবোধের বিনষ্টি, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারই এই গল্পের মূল আধেয়।

'রত্নাকরের ভোটার' গল্পে গল্প কথকের বয়ানে দেখতে পাই, সমস্ত দেশজুড়ে অদৃশ্য ছায়া মূর্তিগুলো পুতুল নাচায়। তারই কৌশলে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, নাটকের মহড়া, শনিপুজোর চাঁদা, ব্রাইট ক্যারিয়ার টিউটোরিয়াল, এয়াণ্ডিং লটারির টিকিট বিক্রি ইত্যাদি সব চলতে থাকে।

এভাবেই দেশজুড়ে অজস্র রত্নাকর। যারা ক্রমে স্বার্থসিদ্ধি করে নিচ্ছে, কারো দুই ছেলে চাকরি পেয়েছে অথচ পাশের বাড়ির গ্রেজুয়েট ছেলেটি সন্ধ্যায় ক্যারাম খেলে হতাশায় দিন কাটায়, কারো মিউজিক অ্যাকাডেমির জমি-বাড়ি হয়েছে কিন্তু সামনেই কারো ভাইপো ন্যাশনেল ট্রায়াল ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে অথচ তরুণ ফুটবলারটির কিডনি অকেজো হয়ে অকালে হারিয়ে যায়। আজকাল শুধু চারিদিকে পুতুল আর পুতুল, কারো কোনো নিজস্ব কণ্ঠস্বর নেই। দস্যু রত্নাকরের মতো এই রত্নাকরের পাপের-দস্যুতার-লুণ্ঠনের দায়িত্ব মা-বাবা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেউই নিতে চায় না। আর তখনিতো দস্যু রত্নাকর মুনি বাল্মীকিতে পরিণত হয়েছিল ঠিক সেভাবে জীবনের চারপাশের চরম ব্যর্থতা দেখে সেও তার শেষ জবানবন্দি দিতে চায়- সেই অদৃশ্য লোকের নাম যার ইশারায় আমরা নাচি 'ছায়া পুতুলের নাচ'। তাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে তার প্রশ্ন ইচ্ছে করলেই কী দিতে পারত না সবাইকে অনাবিল লাবণ্য, ঘষা কাঁচের মতো ক্ষয়ে ওঠা জীবনেও আনন্দের স্পন্দন কিংবা ঘুষ-দুর্নীতিহীন, বিক্ষোভহীন আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপ্ত ভোরের রোদের মতো একটা দেশ? এই ছোট্ট শহরটাকে পুনরায় বাসযোগ্য করে তুলতে, যাতে মানুষ হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায়।

> "যাতে কিনা প্রতিদিনের বেঁচে থাকার তাগিদে ছোটখাটো চাহিদাগুলো মেটাতে কারো কাছে নত হতে না হয়। মাথা নীচু করে প্রসারিত করতে না হয় ভিক্ষা সর্বস্ব হাত- এই সামান্য দাবীটুকুই কী পারত মেটাতে?" [১]

'পরবাস' গল্পটি মূলত লেখক সৌমিত্র বৈশ্যের চাকুরী জীবনে বিভিন্ন অঞ্চলে যাওয়ার সুবাদে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। লেখক নিজেই বাস্তব জীবনে ডাক বিভাগে চাকরি করতেন এবং তার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় গেছেন তাই গল্পে দেখি নতুন পাথরের প্রদেশে অর্থাৎ শহর থেকে অনেক দূরে সমতল ছেড়ে বনাঞ্চল ও পাহাড়ে ঘেরা অফিসে বদলি হয়ে চাকুরী করতে আসা শহুরে বাবু অলকেন্দুর এক নতুন অভিজ্ঞতা। সভ্যতার অন্তর্গত প্রযুক্তি বিদ্যায় পিছিয়ে পড়া মানব জীবনের অভ্যস্ততার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এক অভিজ্ঞতা।

হেড অফিসে কাজ করা কর্মী প্রত্যন্ত এ অঞ্চলে এসে প্রতি মুহূর্ত অনুভব করে আলো অমলিন সাদা রঙের আলো, চারতলা দূরে কয়েক হাজার স্কয়ার ফুটের অফিসের আলো, টয়লেটের সাদা টাইলস, প্রচুর জল, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ইন্টারনেট ফটোকপি আর ইত্যাদি তার সঙ্গে দুপুরে ক্যান্টিনের সুস্বাদু আহার গল্প কিন্তু এখানে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নাগরিক আনন্দময় জীবন থেকে ছিটকে পড়েছে। কিন্তু অলকেন্দু এভাবেই দিন অতিক্রম করতে থাকে আর ভাবে এই তিন মাস কোন ভাবে অতিক্রম করতে পারলেই সে সেখান থেকে আবার হেড অফিসে চলে যেতে পারবে তাই সে প্রতি মুহূর্তে চেষ্টা চালিয়ে যায়। দ্রুত এ জীবনের সঙ্গে মিশতে চায় যাতে অলকেন্দু। যত তাড়াতাড়ি মিশবে সেখান থেকে হেড অফিসে ফিরে যেতে পারবে সে। বহমান স্বাভাবিক জীবন স্রোতে যেখানে তার চাওয়ার আছে, পাওয়ার আছে, ভালো লাগা আছে, মিলন আছে, সর্বোপরি একটি সুন্দর জীবন আছে, সেই জীবনে কেউ অসহাগ্রস্ত নয়, লোভী নয়, আগ্রাসী নয় কিন্তু ফিরতে চাইলেও সে ফিরে যেতে পারে না কারণ তার ইচ্ছাতে কিছুই এখানে নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু এই অনিশ্চিত জীবন প্রবাহের মধ্যেও জীবনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে এখানে মাইলিংকে ধরে তার জীবনকে নতুনভাবে দেখতে চায়। কিন্তু তারপরও প্রতিমুহূর্তে অলকেন্দুকে টানতে থাকে তার কাঙ্খিত ফেলে আসা সেই হেড অফিস, সেই রঙিন ঝলমলে নগর পরিবেশ যা তাকে পাথরের প্রদেশের এই মনোরম শান্তি পরিপূর্ণ সুন্দরে ভরপুর জায়গাও দিতে পারে না। অলকেন্দু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সেই অফিসের কর্মরত মেয়ে মাইলিংকে মনে মনে আশ্রয় করে কিন্তু সেই কল্পনা থেকে বাস্তবের মধ্যে গিয়ে যখন সে দাঁড়ায় তখন সেই মাইলিংকে আশ্রয় করে ওঠা তার সেই স্বপ্ন পাথুরে প্রদেশে এসে ধাক্কা লাগে। তাই গল্প লেখক নিজেই বলছেন যে দর্শন আর ইতিহাসের মধ্যে মানুষ এভাবেই পেন্ডুলামের মত দুলছে আবহমান কাল থেকে। এখানে পেন্ডুলামের ধাতবগুলোর বদলে আমরা ফাঁসির দড়িতে ঝুলা একটি মৃতদেহকে স্থাপন করতে পারি। উদাহরণ হিসেবে তিনি নিয়েছেন সাদ্দাম হোসেনকে। ব্যক্তি ও সমাজ, দেশ ও কালের ক্ষেত্রে ইতিহাস ও দর্শন বড় ক্ষমাহীন ও নির্মম। মানুষ তবুও বাস্তবতার মতো নির্মমতাকে অতিক্রম করে যেতে চায়, এক পরম আশ্রয় নেয় সেটা তার কল্পনাও বিশ্বাসের উপর।

অলকেন্দু ভাবে এভাবেও বাঁচা যায় শুধু একটি প্রতীক্ষায়, খুব শীঘ্রই সেখানে থেকে আলোকউজ্জ্বল হেড অফিসে অর্থাৎ তার কাঙ্খিত পরিবেশে চলে যাবে। কিন্তু এরপরেই সদর দপ্তর থেকে একটা চিঠি আসে, কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে তাকে এখনই ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে না। তখনই দেখে বিকেলের রোদ সোনালি হয়ে এসেছে, সবাই চলে গেছে অফিস ছেড়ে, সে দেখতে পায় মাইলিংকে অনেক দূরে যেন একটা বিন্দু। সে ছুটতে থাকে তার পেছনে। এভাবে মরীচিকাকে ধরে বেঁচে থাকা যায় না সেটা অলকেন্দু বুঝতে পারেন না তার জন্যই মরীচিকার পেছনে ছুটতে থাকে এবং ভাবতে থাকে হয়তো সেই মাইলিংকে আশ্রয় করে ট্রান্সফার হয়ে তার কাঙ্খিত জায়গায় একদিন পৌঁছে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সেটা হলো না।

'প্রতীক্ষালয়' গল্পে দেখি আলোকময় ও নিশীথরঞ্জন দুজনই আসন্ন মৃত্যুর মন্থর আগমনের প্রতীক্ষার মধ্যে ফিরে পেয়েছেন নতুন জীবন। যখন দুজনই বেঁচে থাকার সীমাকে উপলব্ধি করছিলেন, সীমার মাঝে অসীমকে অনুভব করতে পারছিলেন না, ভাবছিলেন

> "অসীমতা একটি ধারণামাত্র, সীমাই বাস্তব। যেমন ঘড়ি। বারোটি দাগের সাহায্যে অসীম সময়কে আমরা বাস্তবগ্রাহ্য করে তুলি। রাতের আকাশের তারা দেখে তার মনে হয়, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত, প্রবাহমান সময়ের স্রোতে সে নিতান্তই একটি বালুকণা। কিন্তু তার চেতনার রঙেই তো সময়ের বয়ে যাওয়া। না হলে তো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই নিরর্থক বাতুলতা।"[২]

তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো সহযাত্রী কাছে পান নি। কিন্তু যখন আলোকময় মিলিটারি দ্বারা উগ্রপন্থীর হাত থেকে মুক্তি পান জীবনের বন্ধ কারাগার থেকে, ঠিক তখনি সাংবাদিকের ফ্ল্যাশগান জ্বলে উঠে চারিদিকে প্রচার আর প্রচার। তাছাড়া সন্ধ্যার নাট্য প্রযোজনা 'প্রতীক্ষালয়' চলাকালীন যখন ছাদ ভেঙে ধসে পড়ে তখনও

> "এক ভিডিয়োওয়ালার কেমেরায় পূর্বাপর ছাদ ধ্বসে পড়ার ছবিটা তোলা ছিল। পরদিন ধ্বংসস্তূপের নীচে পাওয়া যায় ভিডিও ক্যামারাটা। সবকটা নিউজ চ্যানেল সারাদিনই দেখিয়ে গেল সেই ছবি। এই শহরের লোকজন সারাদিনই টেলিভিশনের সামনে প্রতীক্ষা করেছে, কখন দেখাবে সেই মর্মান্তিক ঘটনার ছবি।"[৩]

দেশব্যাপী প্রচার সর্বস্বতার বাজারে আজকাল সবকিছুই পণ্য। প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন চটকদার খবর পরিবেশন চাই তারই প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা নেই জীবনের সত্যের – বাস্তবের সত্যের, এহেন মানসিক দীনতারই প্রকাশ পায় গল্প অবয়ব জুড়ে।

> "পৃথিবী তার অক্ষরেখার চারিদিকে ঘুরছে না। তাই সময় থমকে গেছে। মাথার ভিতরে কোনো বোধ নেই, অনুভূতি নেই, স্তব্ধ, অসাড় হয়ে আছে অনুভূতিমালা।"[৪]

স্খলিত সময়ের ধ্বংসাত্মক রূপকেই যেন চিহ্নিত করে গল্পকথক। একই ধারার গল্প 'বন্যা ও কয়েকরকমের উদ্বাস্তু' গল্পটি। 'বন্যা ও কয়েকরকমের উদ্বাস্তু' গল্পটি বরাক উপত্যকার ১৯৮৫রে বন্যার বাস্তব প্রেক্ষাপটে লেখা। এখানে বন্যায় ত্রাণের সংবাদ শুধুমাত্র খবর হয়েই থেকে যায়। বস্তির লোক, শহতলির - ঝুপরির লোক যারা বন্যায় ক্যাম্পে উদ্বাস্তুর ন্যায় দিন অতিবাহিত করে তারাই রিলিফ পায় না। অপরদিকে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ফ্ল্যাটে ভরে ভরে আনে রিলিফের চাল। 'পলাতক' গল্পে দারিদ্র্য গল্পকথক নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন সে নতুন জীবনে প্রবেশ করে তখন সে জীবনে শুধু একাকিত্ব অনুভব করে কারণ তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল বই। বইয়ের অক্ষরকে, অক্ষরের ছবিকে, ছবির কথাকে, কথার জগতকে সত্য বলে মানত। কিন্তু প্রতিদিনের যাপনের সাথে এ জগতের একেবারেই মিল পায় না। সে বুঝতে পারে, মানুষেরই জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় কতগুলি সুনির্দিষ্ট যুক্তি পরম্পরায়। অর্থনীতির বহু সিদ্ধান্তই দাঁড়িয়ে আছে মানুষের এই সব যুক্তি পরম্পরার ওপর। যেমন মানুষের মধ্যে আছে সঞ্চয়ের প্রবণতা। এর ফলে মানুষের সঞ্চিত অর্থ অন্যের কাছে সুদে খাটালে গড়ে ওঠে কিছু প্রতিষ্ঠান। মানুষের আচরণের এই সব যুক্তি পরম্পরাকেই আমরা বলি সভ্যতা, বলি জীবনধারা। বড় মানুষ, ছোট মানুষ, ভালো মানুষ, নীচ মানুষ— এসবই বুঝি আমরা যুক্তি পরম্পরার সূত্র ধরে। প্রচলিত এই যুক্তি পরম্পরাকে যদি ভেঙে ফেলে নতুন এক যুক্তি পরম্পরা প্রতিস্থাপিত করা যায়, তখন কিন্তু ভিন্নতর, নতুন এক জগৎ, নতুন সভ্যতা গড়ে তোলা যায়। এভাবে গাণিতিক রাশির ধণাত্মক এবং ঋণাত্মকের মত নিজেরই একটি বিকল্প সত্তা কল্পনা করে; তার নাম দেওয়া যায় হ্যাঁ- আমি, না আমি।

নিজের ভেতর এই দুই আমি'র অবিরত সংলাপ চলে। এইভাবে কল্পনায় ভেসে ওঠে দুইটি সমান্তরাল জগৎ। দু'টিই অস্তিত্বময়, ৰাস্তব। মানুষ তো শুধু বাস্তবেই বাঁচে না, খানিকটা কল্পনায়ও বাঁচে এই দুই আমির মনস্তত্ত্বগত দ্বন্দ্ব অহর্নিশি তাকে কুরে কুরে খায়। সে 'অমলে'র সেই অন্তহীন শৈশবকে, বিশাল পৃথিবীর সেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে চায় কিন্তু বাস্তব পরিবেশ তাকে প্রতিনিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত করে। এভাবেই তার গল্পে আধুনিক সময়ের সংকটে পড়া বিপন্ন মুখচ্ছবিগুলোই ভেসে উঠে। এই গল্পে অস্তিত্ববাদী নির্মিতির লক্ষণ প্রকট।

এবারে গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পের লেখন শৈলীর দিকে যদি একটু তাকাই, তাহলে যে বিষয়গুলি বিশেষ করে চোখে পড়ে তা হল-

১) তার প্রায় প্রতিটি গল্পে গল্পকার যেন স্বয়ং অন্য কোন বিষয় ব্যক্তি বা নিজের জীবনের বা ভাবনার কথা গল্প বলার মতো করে উত্তম পুরুষে প্রায় প্রতিটি গল্পের শুরু করেছেন। যেমন- প্রলাপের দিনলিপি, পরবাস, বাদুড়- মানব গল্পগুলি ইত্যাদি।

প্রতীক্ষালয় গল্পটির শুরু হয়েছিল ঠিক এভাবে-

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে যে ফিরে এসেছে, সে একটা পিঁপড়ে মারার জন্য এতোটা নৃশংস হয়ে উঠতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারছি না।

মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে সে ফিরে এসেছে। দোতলার বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। খবরের কাগজ দুটিতেও মৃত্যুরই রঙিন সচিত্র খবর। হাওড়া থেকে দিল্লী যাওয়ার পথে নদীতে রাজধানী এক্সপ্রেস। আজ ৯/১১, মানে আমেরিকায় ধ্বংসলীলাময় দিনটির এক বছর হল।

২) সংবাদ ধর্মী লেখার ন্যায় ছোট ছোট বাক্যে ইনফরমেশন (তথ্য) দেওয়ার ন্যায় অর্থাৎ বিবরণধর্মিতা লক্ষ্য করা গেছে তার বেশিরভাগ গল্প গুলোর মধ্যে। যেমন -প্রলাপের দিনলিপি, পলাতক গল্প।

প্রলাপের দিনলিপি গল্পটিতে দেখি, সংবাদ পত্রের লেখার ন্যায় তারিখ লিখে গল্পে বক্তব্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

যেমন- -

১ জানুয়ারি

আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। গতকাল রাতে রীতেশের ওখানে খুব হল্লা হয়েছে। প্রচুর মাল খাইয়েছে। প্রথমে প্রেস, তারপর পত্রিকা- রীতেশ এখন করে খাচ্ছে। বাজারে ওর সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায়।

১৩ ফেব্রুয়ারি

এতো দিন কিছুই লিখতে পারিনি। গোপালদার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। সেটা ছিল ১৫ জানুয়ারি। গোপালদার ছেলে এসে খবর দিল, গোপালদা বলেছেন একবার টেলিফোনে কথা বলার জন্য। তখনও জানিনা গোপালদার কী হয়েছে। রাত্রে ফোন করলাম ভেলোর স্যাফায়ার লজ এ।

১ মার্চ

আমাকে খুঁজে খুঁজে 'দৈনিক সমকাল'-এর দপ্তরে এলো বস্তার। পনের হাজার টাকা পাওয়া গেছে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে। আরও দশ আসছে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে। তবে একটা শর্ত আছে। টাকাটা আনুষ্ঠানিক ভাবে দেওয়া হবে গোপালদার হাতে।

মাত্র চবিবশ ঘণ্টা আগে, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে যে ফিরে এসেছে, সে একটা এপড়ে মারার জন্য এতোটা নৃশংস হয়ে উঠতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারছি না।

৩) রাবীন্দ্রিক দর্শনে বাস্তবকে মেলানোর অসীম আগ্রহে গল্পগুলো যেন এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে তাই রাবীন্দ্রিক গান, কবিতা ও কথার উল্লেখ বহু লেখায় বিদ্যমান। যেমন- বাদুড়-মানব, প্রলাপের দিনলিপি, প্রতীক্ষালয় গল্প।

যেমন-

i) ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো / পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে / ফুলের বনে যার পাশে যায় / তারেই লাগে ভালো। (বাদুড়-মানব; পৃঃ ২৭)

ii) 'তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে / প্রেম কুসুমের মধুসৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে / তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব সুন্দর / হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে / আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর / মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে।' (বাদুড়-মানব; পৃঃ ২৬)

iii) সত্য যে কঠিন। কঠিনেরে ভালোবাসিলাম। সে কখনোই করে না বঞ্চনা। (প্রলাপের দিনলিপি; পৃঃ ৪৯)

iv) 'আজ যদি দীপ জ্বালে দ্বারে
নিবে কি যাবে না বারে বারে?
আজ যদি বাজে বাঁশি গান কি যাবে না ভাসি
আশ্বিনের অসীম আঁধারে
ঝড়ের ঝাপটে বারে বারে?' (প্রতীক্ষালয়; পৃঃ ৩৫)

৪) জীবনানন্দীয় চেতনায় আচ্ছন্ন গল্পকারের প্রায় লেখায় মানব জীবনের নানাপ্রসঙ্গে প্রকৃতি ও মানবের মেলবন্ধন অর্থাৎ নিসর্গ পল্লীপ্রকৃতির জীবন যেভাবে বিভূতিভূষণের রচনাকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছে ঠিক একইভাবে প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানব জীবনের খুঁটিনাটি নানা দিকের প্রকাশ দেখা যায় সৌমিত্র বৈশ্যের লেখায়। যেমন- পরবাস, প্রতীক্ষালয় গল্প।

৫) গল্পে রয়েছে কালীদাসের প্রভাবাচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথের বলয়কে অতিক্রম করে তার লেখায় এক অন্যধারার উপমার ব্যবহার। সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পে যা এক অন্যমাত্রার রহস্য তৈরি করে দেয়; যা ভেদ করে গল্পের মূল বয়ানে যেতে অনেকটা দূর্বোধ্যতা অতিক্রম করতে হয় সাধারণ পাঠককে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে করতে হয় জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত লাইন 'সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি।' এই কথাকে একটু পালটে যদি বলা যায়, 'সকলেই পাঠক নন, কেউ কেউ পাঠক।' অর্থাৎ সেই বিশেষ পাঠকের প্রয়োজন গল্পের মূল বক্তব্যে পৌঁছোতে । যেমন- বাদুর-মানব, প্রতীক্ষালয়, পরবাস গল্প।

উপমার ব্যবহার

i) অশরীরি ভুতের মত আরো ভূতের মাঝে সে ঘুরে বেড়ায় তখন নোংরা পোশাক থেকে কাঁচা পেঁয়াজের ঝাঁঝের মত অন্ধকার ইঙ্গিত তার মস্তিষ্কের কোষে দপ করে উঠলো অচেতন ঘুমের অতলে ডুবে শুয়ে আছে অপর্ণা। (বাদুড় মানব; পৃঃ ১৩)

ii) ডিমের কুসুমের মত সকালের আলোয় ডুবা পাহাড় টিলা চোখে পড়ে। (পরবাস; পৃঃ ৩৩)

iii) এখানে বর্ষা মন্থর। গাভীন গাইয়ের মত। (পরবাস; পৃঃ ৩৫)

iv) এতদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুতি করে নিয়েছে, আসন্ন মৃত্যুর মন্থর আগমনের প্রতীক্ষায়। (প্রতীক্ষালয়; পৃঃ ৪০)

আসলে গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্যের গল্পে বেশিরভাগ চরিত্রেরাই মধ্যবিত্ত মননের বাস্তব ও কল্পনার দোলাচলতায় এক রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। তাছাড়াও তার গল্পে দেখা যায় দেশকালীন বাস্তবের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে মানব জীবন ও মননের ক্রমাগত পরিবর্তনীয় রূপ। এ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক এক ভিন্ন বাস্তব সমস্যা রয়েছে, এক হল ছিন্নমূলের লড়াই, দুই বন্যা সমস্যা। স্বাভাবিক কারণে জাতিসত্তার এই সংকট এই গল্পকারের গল্পকেও ছুঁয়ে গেছে। গল্পকার সৌমিত্র বৈশ্যের মধ্যবিত্ত ব্যক্তি পরিসর থেকে সমষ্টিগত সমাজ জীবনের যাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার আবর্তে বিবরণধর্মী গল্পের একৌশলে কখনও রাবীন্দ্রিক, কখনও জীবনানন্দীয় ভাবনার প্রতিফলন এক নতুন মাত্রার সঞ্চার করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) বৈশ্য, সৌমিত্র, 'রত্নাকরের ভোটার', "প্রতিস্রোত", সম্পাদক- সুজিৎ দাস, চতুর্দশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রতিস্রোত, মালুগ্রাম, শিলচর-৭৮৮০০২, আসাম, ১৯৯৭, পৃঃ ১৬

২) বৈশ্য, সৌমিত্র, 'প্রতীক্ষালয়', "প্রতিস্রোত", সম্পাদক- পরম ভট্টাচার্য, সুজিৎ দাস, প্রদীপ কুমার পাল, কমল চক্রবর্তী, বিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রতিস্রোত, মালুগ্রাম, শিলচর-৭৮৮০০২, আসাম, ২০০৩, পৃঃ ৩৮

৩) তদেব পৃঃ ৪২

৪) তদেব পৃঃ ৩৯

আকর গ্রন্থ:

১) মৈত্র, পার্থপ্রতিম, ১৯৮৭, “প্রতিস্রোত”, ২য় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, প্রতিস্রোত মালুগ্রাম, শিলচর-২
২) ভট্টাচার্য, পরম, দাস, সুজিত, পাল, প্রদীপ কুমার, চক্রবর্তী, কমল, ২০০৩, “প্রতিস্রোত”, বিংশতি বর্ষ, ১ম সংখ্যা, প্রতিস্রোত, ‘সৌরভবন’, অম্বিকাপট্টি, শিলচর-৪, আসাম

সহায়ক গ্রন্থ:

১. দাস, ড. নির্মল, উত্তেরপূর্বের বাংলা ছোটগল্প বীক্ষণ: এক (পর্ব: ত্রিপুরা), অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ত্রিপুরা -৭৯৯০০১, জানুয়ারি ২০১২
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, পড়ুয়ার ছোটগল্প, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা -০৯, ২০০৫
৩. সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময়, অসমের বাংলা লিটিল ম্যাগাজিন: ছোটগল্প চর্চার প্রেক্ষাপট ও ক্রমবিকাশ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -০৯